স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-১২৯ তারিখঃ ১৭ জুন ২০২২

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ

গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'মহানবীকে কটূক্তির অভিযোগে লোহাগড়ায় হিন্দুদের দোকানপাট ভাঙচুর, মন্দিরে অগ্নিসংযোগ' সংক্রান্ত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। নড়াইলের লোহাগড়ায় মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে উত্তেজিত জনতা স্থানীয় একটি বাজারের ৬টি দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট এবং একটি মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে মর্মে প্রকাশিত সংবাদ মারফত জানা গেছে। এছাড়া ৪টি বাড়িঘর ও এর আসবাবপত্র ভাঙচুর করে নগদ টাকাসহ স্বর্ণের গহনা লুট করার অভিযোগ উঠেছে। উক্ত ঘটনায় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি।

কমিশন মনে করে, বাংলাদেশের মত একটি অসাম্প্রদায়িক দেশে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে কোন ধর্মকে অবমাননা করার অধিকার যেমন কারো নেই তেমনি আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে মন্দির ও বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করার অধিকারও কাউকে দেয়া হয়নি। কমিশন মনে করে, দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এ ধরণের ঘৃণ্য অপরাধ বারবার সংঘটিত হচ্ছে। কেউ ধর্মকে অবমাননা করলে তাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করা সমীচীন।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে,

ক) উক্ত ঘটনায় মহানবী (সাঃ)কে কটুক্তির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দ্রুততার সাথে গ্রেফতার করে অনাকাঙ্খিত হামলা ও লুটপাটের পরিস্থিতি এড়ানোর ক্ষেত্রে কারো গাফিলতি আছে কী-না; এবং

খ) হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ও বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট নিবৃত্ত করার বিষয়ে পুলিশের যথাযথ ভূমিকা ছিল কী-না;

উল্লিখিত বিষয়গুলো তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে পত্র প্রেরণ করা হয়।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষরিত/-
ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ